(২০) Give a comprehensive account of the classification of the message (Śāsanam) after Kautilya.

অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য শাসনের শ্রেণীবিন্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন,

"প্রজ্ঞাপনাজ্ঞাপরিদান লেখাস্তথা পরীহারনিসৃষ্টি লেখৌ।
প্রাবৃত্তিকশ্চ প্রতিলেখ এব সর্বত্রগশ্চেতি হি শাসনানি।।

অর্থাৎ লেখ শাসন হচ্ছে আটপ্রকার, যথা (১) প্রজ্ঞাপন, (২) আজ্ঞাপন, (৩) পরিদান, (৪) পরীহার, (৫) নিসৃষ্টি, (৬) প্রাবৃত্তিক, (৭) প্রতিলেখ ও (৮) সর্বত্রগ। এগুলির মধ্যে— (১) 'প্রজ্ঞাপন' নামক শাসন নানাপ্রকার হতে পারে বলে উপদিষ্ট হয়েছে। একপ্রকার হল,— রাজসভাস্থিত কোন কর্মচারী রাজসভা থেকে দূরে অবস্থিত কোন মহামাত্রের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জ্ঞাপন করছে, 'এ ব্যক্তি অর্থাৎ দেবদত্ত নামধারী কোন রাজানুচর, রাজার কাছে বিজ্ঞাপন করেছে— তুমি (অর্থাৎ দূরস্থিত মহামাত্র) একটি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ এবং তা' আত্মসাৎ করেছ'। ঘটনাটি শুনে রাজা বললেন, 'যদি ঐ মহামাত্র নিজে থেকে ঐ গুপ্তধন প্রত্যর্পণ না করেন, তাহলে আমি ঐ মহামাত্রের কাছ থেকে গুপ্তধনের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করব"। একথা জানবার পর সভাস্থিত রাজকর্মচারী দূরস্থ রাজকর্মচারীকে পুনরায় জ্ঞাপন করল, "যদি এ ঘটনা সত্য হয়, তাহলে তা' দিয়ে দাও"। আর একপ্রকার বিজ্ঞাপন হল,— সভাস্থিত কোন কর্মচারী দূরস্থিত কোন রাজমাতাকে বিজ্ঞাপন করল, "আপনার দ্বারা ক্রিয়মাণ বিশেষ কল্যাণকর্মের কথা রাজান্তিকে নিবেদন করা হয়েছে," ইত্যাদি।

(২) যে শাসনে বা লেখপত্রে কারো প্রতি বিশেষতঃ রাজভৃত্যদের প্রতি রাজার নিগ্রহ বা অনুগ্রহ রূপ আজ্ঞা নিবিষ্ট থাকে, তাকে আজ্ঞা বলা হয়। (ভর্তুরাজ্ঞা ভবেদ্ যত্র নিগ্রহানুগ্রহৌ প্রতি। বিশেষেণ তু ভৃত্যেষু তদাজ্ঞালেখসক্ষণম্।।)

(৩) যে লেখপত্রে বা শাসনে সম্বোধ্য ব্যাক্তির যথোচিত গুণ দ্বারা সংযুক্ত পূজা বা সৎকার প্রদর্শিত হয় তার নাম পরিদান। এই পরিদান দু'প্রকার হতে পারে। যথা (ক) সম্বোধ্য ব্যক্তির কোন বন্ধুমরণাদিজনিত মনোব্যথা উপস্থিত হলে তাদের সান্ত্বনাদান রূপ, এবং (খ) অন্য কোন ঘটনাতে পরিরক্ষণরূপ দয়াভাব প্রকাশ। এ প্রকার শাসন বা লেখপত্রের দ্বারা সম্বোধ্য ব্যক্তিকে রাজার উপগ্রহ অর্থাৎ অনুকূল করে রাখা সম্ভব। (যথার্হগুণসংযুক্তা পূজা যত্রোপলক্ষ্যতে। অপ্যাধৌ পরিদানে বা ভবতস্তাবুপগ্রহৌ)।

Scanned with CamScanner

(৪) যে শাসনে ব্রাহ্মণাদি জাতি বিশেষ, নগরবিশেষ, গ্রামবিশেষ, ও দেশবিশেষ সম্বন্ধে রাজার নির্দেশানুসারে করাদির অগ্রহণরূপ অনুগ্রহ প্রযুক্ত হয়, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা তাকে পরীহার নামক লেখ বলেন। যথা অমুক ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে অমুক তিথিতে কোন কর গ্রহণ করবেন না,— রাজার এরূপ নির্দেশ শাসনে লিখিত হয়ে কোন বিশেষ জাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে। নগরবিশেষ সম্বন্ধে যেমন— এ নগরীতে যাতায়াতকারী বণিকদের কাছ থেকে অমুক সময়ের জন্য কোন শুল্ক আদায় করবে না। এতে পুরবিষয়ক অনুগ্রহ সূচিত হয়। দেশ বিষয়ক যথা অমুক দেশের লোকেদের রাজাকে দেয় বার্ষিক কর একবছরের জন্য মকুব করা হল। এই রাজ নির্দেশ দেশবিষয়ক অনুগ্রহ প্রকাশ করে। বিশেষ গ্রাম সম্বন্ধে যেমন,— অমুক গ্রামের নবাগত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অমুকসময়ের জন্য কোন কর আদায় করবে না। এরূপ রাজনির্দেশকে গ্রামবিষয়ক অনুগ্রহ বলা হয়। (জাতের্বিশেষেষু পরেষু চৈব গ্রামেষু দেশেষু চ তেষু তেষু। অনুগ্রহো যো নৃপতের্নির্দেশাৎ তজ্জ্ঞঃ পরীহার ইতি ব্যবস্যেৎ"।

(৫) যে লেখপত্রে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধে বা মৌখিকবার্তা কথন সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্ত পুরুষের প্রামাণ্যের আখ্যান হয়, তাকে বলা হয় নিসৃষ্টি লেখ। এ প্রকার শাসনে বা লেখপত্রে 'অমুক ব্যক্তির ক্রিয়া আমারই ক্রিয়া, অমুকের বচন আমার নিজের বচন— এরূপ উক্তি থাকে। এই নিসৃষ্টি লেখও দ্বিবিধ, যথা (ক) বাচিক অর্থাৎ বচন প্রামাণ্য সম্বন্ধী, ও (খ) নৈসৃষ্টিক অর্থাৎ ক্রিয়া প্রামাণ্য সম্বন্ধী। 'পত্রবাহক যে মৌখিক সন্দেশ নিবেদন করবে তা' রাজার উক্তি বলে গ্রহণ করবে'— এইটি বাচিক লেখের উদাহরণ। "পত্রপ্রাপকের কাছে এই পত্রবাহক যে ক্রিয়ানুষ্ঠান করবে তা' রাজার ক্রিয়া বলে গণ্য করতে হবে"— এইটি নৈসৃষ্টিক লেখের উদাহরণ। (নিসৃষ্টি স্থাপনা কার্যকরণে বচনে তথা। এষ বাচিক লেখঃ স্যাৎ ভবেন্নৈসৃষ্টিকোঽপি বা)।

(৬) যে শাসনে বা লেখপত্রে দৈবী ও মানুষী এবং তত্ত্বগত প্রবৃত্তি নিবিষ্ট থাকে অর্থাৎ যাতে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বাত্যা ইত্যাদি অশুভ দৈবফল, ও সুভিক্ষ ইত্যাদি শুভ দৈবকাল বিষয়ক সমাচার, এবং চৌরাদি ও বন্ধু ইত্যাদির দ্বারা সংঘটিত প্রতিকূল বা অনুকূল কার্যবিষয়ক সমাচার ও তত্ত্ব বিষয়ক বাস্তব সমাচার লিপিবদ্ধ আছে, তাকে প্রাবৃত্তিক শাসন বলে। এরূপ প্রবৃত্তি শুভ ও অশুভাত্মক বলে প্রাবৃত্তিক লেখও দ্বিবিধ হতে পারে। (বিবিধাং দৈবসংযুক্তাং তত্ত্বজাং চৈব মানুষীম্। দ্বিবিধাং তাং ব্যবসন্তি প্রবৃত্তিং শাসনং প্রতি)।

Scanned with CamScanner

(৭) প্রতিলেখ অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত লেখের উত্তরদায়ী লেখ রচনা করতে হলে লেখককে অন্য থেকে প্রাপ্ত লেখ যথা তত্ত্বভাবে অর্থাৎ উক্ত লেখের পদ ও পদার্থকে অতিক্রম না করে পড়তে ও বুঝতে হবে এবং রাজার কাছে সেটি পড়ে শোনাতে হবে, তারপর রাজার বচন অনুসারে উত্তর লেখ রচনা করতে হবে (দৃষ্ট্বা লেখা যথা তত্ত্বং তত্ত্ব প্রত্যনুভাষ্য চ। প্রতিলেখো ভবেৎ কার্যো যথা রাজবচস্তথা)।

(৮) যে শাসনে বা লেখপত্রে রাজা পথিকদের জন্য তাদের রক্ষা ও অন্যপ্রকার উপকার বিষয়ে দুর্গপালাদি ঈশ্বরজনকে অর্থাৎ প্রভুত্বশালী ব্যক্তিগণকে ও সমাহতা ইত্যাদি অধিকারিজনকে আদেশ করেন, সে লেখপত্রের নাম সর্বত্রগ, কারণ এ লেখ পথে, রাজার নিজের দেশে এবং দেশান্তরেও সঞ্চারিত হয়। (যত্রেশ্বরাংশ্চাধিকৃতাংশ্চ রাজা রক্ষোপকারৌ পথিকার্থমাহ। সর্বত্রগো নাম ভবেৎ স মার্গে দেশে চ সর্বত্র চ বেদিতব্যঃ)।

Scanned with CamScanner